দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রী উপবৃত্তিতে সুফল মিলছে না

ঝরে পড়ার হার থেমে নেই

॥ ইয়াসমিন পিউ ॥

১৭ বছর পরও ছাত্রী উপবৃত্তিতে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না। ঝরে পড়ার হারও থেমে নেই। বেড়ে চলছে ড্রপ আউটের সংখ্যা। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকা এই খাতে খরচ হলেও সে অনুযায়ী সুফল মিলছে না। অপরদিকে নানা কঠিন শর্তের কারণে উপবৃত্তির টাকা দরিদ্র পরিবারের চেয়ে সচ্ছল পরিবারের ছাত্রীরা বেশি পাচ্ছে। শর্ত পূরণ করতে না পারায় অনেক প্রকল্পের টাকা ফেরত যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এবারও শতভাগ ছাত্রী উপবৃত্তির আওতায় আসবে না।

শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিগ্রী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হলেও উচ্চ মাধ্যমিক (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রী উপবৃত্তি

(প্রথম পৃঃ পর)

পর্যায়ে উপবৃত্তির হার ৪০ শতাংশে রয়ে যাওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে। বেড়ে যাবে ড্রপ আউটের হার। আসছে জুনের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তির চতুর্থ প্রকল্পের টাকা বিতরণ শেষ করতে হবে।

কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এখনো প্রকল্পের ফাইল মন্ত্রণালয়ে আটকে আছে। ফান্ড না থাকায় গত বছরের জুন মাস থেকে এই প্রকল্পে কর্মরত ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন না।

সূত্র জানায়, উপবৃত্তির পেছনে বিশাল বিনিয়োগের ফলে মেয়েরা স্কুলমুখী হয়। কিন্তু এসব শিক্ষিত মেয়ে পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের কোন কাজে আসছে না। অভিভাবক এবং ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একটি ভাল চাকরির চেয়ে ভাল বিয়ের জন্যই মূলত তারা শিক্ষা নিচ্ছে। এই মানসিকতার কারণেই মূলত ঝরে পড়ার সংখ্যা কমছে না। ১৯৯৪ সালে শুরু হয় উপবৃত্তির কর্মসূচি। মাধ্যমিক স্তরে প্রাথমিকভাবে উপবৃত্তি চালু হলেও ২০০২ সাল থেকে এটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও দেয়া শুরু হয়। শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ ২০০৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার ৩৩ দশমিক ৯ থেকে ৫৩ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ সালে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ। নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এ হার ৭৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ৮০ দশমিক ২৯ শতাংশ। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তির হার বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। একইভাবে ঝরে পড়ার হারও বেড়েছে আরো ৫ থেকে ১০ শতাংশ।

উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে কোন শর্ত নেই। তবে সপ্তম শ্রেণী থেকে এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য রয়েছে শর্তের বেড়াজাল। এসব শর্ত পূরণ করা দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় না। ফলে উপবৃত্তির অধিকাংশ টাকা চলে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের কাছে। নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণী থেকে উপবৃত্তি পেতে হলে ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি থাকতে হবে। সব পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। গড়ে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং অবিবাহিত হতে হবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত এবং সব পরীক্ষায় গড়ে ৪০ ভাগ নম্বর পাচ্ছে না। এসব শর্ত পূরণ করতে পারলে বিনা বেতনে পড়া, নির্ধারিত হারে মাসিক বৃত্তি, নবম শ্রেণীতে বই কেনা এবং এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ অর্থ পাওয়া যাবে। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে উপবৃত্তির আশায় স্কুলে ভর্তি হয় ঠিকই, কিন্তু যখন নানা শর্তের কারণে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে আর পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে না।

অপরদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তির জন্য শর্ত হল তাকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ২ দশমিক ৫ পেতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র বিবেচনা করা হয় না। তবে এসব শর্ত পূরণ করা গরীব পরিবারের মেয়েদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই উপবৃত্তির অনেক টাকা বছর শেষে ফেরত চলে যাচ্ছে।

সরকার ও দাতা সংস্থার সহায়তায় বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩টি প্রকল্প ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি প্রকল্প চালু রয়েছে। এই ৪টি প্রকল্পে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের সহায়তা প্রকল্পে ৬১টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় এই উপবৃত্তি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রী এর আওতায় রয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৭৩ লাখ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পটি চলছে প্রায় সাড়ে ৩০০ উপজেলায়। এছাড়া এডিবির সহায়তায় মাধ্যমিক স্তরে ৭০টি উপজেলায় চলছে এই প্রকল্প। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৯ হাজার। কিন্তু এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির আওতায় আসবে প্রায় ৬৭ হাজার ছাত্রী। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এদের সবাইকে উপবৃত্তির আওতায় আনতে হলে প্রয়োজন হবে প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে গত বছরের জানুয়ারিতে। এ পর্যায়ে আগামী শিক্ষাবর্ষে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কমিয়ে শতকরা ৪০ ভাগ করা হচ্ছে। চতুর্থ পর্যায়ে কোন ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের জমির পরিমাণ হতে হবে ৭৫ শতাংশের কম এবং বার্ষিক আয় হতে হবে ৭৫ হাজার টাকার কম। একই সাথে শিক্ষার্থীকে আগের ক্লাসে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশের উপরে নম্বর পেতে হবে। তবে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা, এতিম, অসচ্ছল ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা অগ্রাধিকার পাবে। চতুর্থ পর্যায়ের প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান বিভাগে ১৭৫ টাকা ও অন্য বিভাগে ভর্তির জন্য ১২৫ টাকা দেয়া হবে। প্রতিবছর বিজ্ঞান বিভাগে বই কেনার জন্য ৭০০ টাকা ও অন্য বিভাগে ৬০০ টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ বিজ্ঞান বিভাগে ৯০০ টাকা ও অন্য বিভাগে ৬০০ টাকা করে দেয়া হবে।

মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই ২০১০ থেকে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) সার্বিক বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান এ বিষয়ে ইত্তেফাককে বলেন, আগামী বছর থেকে বিনামূল্যে বই দেয়ার জন্য আমরা কাজ শুরু করছি। কোন্ জেলায় কতগুলো প্রেস আছে এবং সেগুলো পাঠ্যবই ছাপার উপযোগী কি না তা যাচাই করে দেখার কাজ চলছে। পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট মোকাবিলায় এবং বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য আগামী বছর থেকে জেলা পর্যায়েও বই ছাপানোর চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বই ছাপানো হয় কেবল ঢাকায়। উল্লেখ্য, বেসরকারিভাবে বই (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক স্তরে

(প্রথম পৃঃ পর)

বিক্রির কারণে একশ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রণকারী বেশি মুনাফার জন্য কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে থাকেন। একই কারণে এবার একনো মাধ্যমিকের সব বই হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত নতুন বই এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অর্ধেক নতুন এবং অর্ধেক পুরনো বই দেয়া হচ্ছে। এদিকে আগামী বছর থেকে প্রাথমিক স্তরের সব শিশুর হাতে নতুন বই দেয়া হবে।